122

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...15. MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি ঃ ভুয়া রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারি

যশোর বোর্ডের ১৮৫টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা অনিশ্চিত

যশোর ব্যুরো ঃ ১৪ মার্চ।– যশোর শিক্ষা বোর্ডের ১শ ৮৫টি স্কুল থেকে প্রিন্ট আউট (বিবরণী) না আসায় দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা গ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বুধবার বুয়েটে কম্পিউটার প্রসেসের জন্য প্রিন্ট আউট পাঠানোর শেষ তারিখ। হাজার পাঁচেক ভুয়া পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল হলেও সময় অভাবে যাচাই সম্ভব নয়— এই অজুহাতে বিপুল সংখ্যক ভুয়া পরীক্ষার্থীকে শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষার সুযোগ দিচ্ছে।

এদিকে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন প্রদানে জড়িত কোন কর্মচারী-কর্মকর্তার বিরুদ্ধেই শিক্ষা বোর্ড কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। জেলা বিএনপি ও জেলা শ্রমিক দল এক বিবৃতিতে রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

শিক্ষা বোর্ড সূত্র মঙ্গলবার জানায়, ২ হাজার [illegible]টি স্কুলের মধ্যে ১৮৫টি স্কুল থেকে প্রিন্ট আউট আসেনি। য[illegible] বার বার তাগাদা দেয়া হয়েছে। স্কুলগুলিতে ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের [illegible]না রয়েছে বলে জানা যায়। আবার বৈধ পরীক্ষার্থীও থাকতে পারে। একমাত্র প্রিন্ট আউট দেখেই তা যাচাই করা সম্ভব। বুধবারের মধ্যে প্রিন্ট আউট পাওয়া না গেলে ওই স্কুলগুলির দশ হাজার পরীক্ষার্থীর আবেদন আপনা আপনি বাতিল হয়ে যাবে।

একটি মারাত্মক তথ্য বিভ্রাট সম্পর্কে শিক্ষা বোর্ড কোন জবাব দিতে পারছে না। গত সপ্তাহ পর্যন্ত তারা জানিয়েছে, শিক্ষা বোর্ডের অধীন ২ হাজার ৪শ ৭৮টি স্কুল থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এসএসসি

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

যশোর বোর্ডের ১৮৫টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষা দিচ্ছে। মঙ্গলবার জানান হয়, স্কুলের সংখ্যা ২ হাজার ৪শ ৭৬টি। ২টি স্কুল কোথায় গেল? এর কোন জবাব পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকও দিতে পারছেন না। তেমনিভাবে ১ লাখ ৫৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার আবেদন করলেও এখন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলছেন, এই সংখ্যা ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮শ ৯১ জন। বাকি ছাত্র-ছাত্রীরা গেল কোথায়? পরীক্ষার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ ধরনের তথ্য বিভ্রাট কি স্বাভাবিক? এর জবাব কেউ দিতে পারেননি।

সূত্র জানায়, রেজিস্ট্রেশন বাতিল হওয়া পাঁচ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ হাজার ৯শ জনকে বাছাই কমিটি আর বাকি পরীক্ষার্থীদের কম্পিউটার চিহ্নিত করে। বুধবারের মধ্যে আরও দু'হাজার পরীক্ষার্থীর আবেদন বাতিল হতে পারে। প্রশ্ন উঠেছে, শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তারাই বার বার বলেছেন, ভুয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ত্রিশ হাজারের বেশী। এর মধ্যে যে ১শ ২৪টি স্কুল সাম্প্রতিককালে স্বীকৃতি পেয়েছে, সেখানেই আছে ন্যূনতম ১৪ হাজার পরীক্ষার্থী। এসব স্কুলে নবম শ্রেণীতে প্রকৃত যে সব ছাত্র-ছাত্রী ছিল তার থেকে বেশী ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে। তাছাড়া স্কুল স্বীকৃতির আগেই শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান শেষ হয়েছে। ফলে এসব স্কুলের নামে রেজিস্ট্রেশন প্রদান বৈধ নয়। শিক্ষা বোর্ডের বক্তব্য এখন যাচাই করতে গেলে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা গ্রহণই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

পাঁচ হাজার ভুয়া পরীক্ষার্থীর আবেদন বাতিল হলেও কেন এর সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হল না? এর জবাবও কেউ দিতে পারছেন না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারি তদন্ত শেষে শিক্ষা সচিবের কাছে তাঁর রিপোর্ট জমা দিয়েছেন বলে একটি সূত্র জানায়।

বিএনপির জেলা সভাপতি পৌর চেয়ারম্যান আলী রেজা রাজু এবং জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদলের জেলা শাখার সভাপতি ইউসুফ আলী ও সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম দুটি পৃথক বিবৃতিতে বলেছেন, কেলেংকারির ঘটনা গোটা জাতির জন্য উদ্বেগজনক। এর সাথে যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা।